OIC, NAM, Commonwealth

OIC

OIC এর পূর্ণরূপ Organisation of Islamic Cooperation
পূর্বে নাম ছিল Organisation of Islamic Conference যা পরবর্তীতে ২০১১ সালের ২৮ জুন পরিবর্তন করা হয়।
প্রতিষ্ঠাঃ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
সদর দফতর: জেদ্দা, সৌদি আরব
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যঃ ২৪
প্রতিষ্ঠাকালীন মহাসচিবঃ টেংকু আবদুর রহমান, মালয়েশিয়া
বর্তমান সদস্যঃ ৫৭
বর্তমান মহাসচিবঃ ড. ইউসুফ আল ওথাইমিন
সর্বশেষ সদস্যঃ আইভোরিকোস্ট, ২০১১
বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের লাহোর সম্মেলনে, ৩২ তম সদস্য।
সর্বশেষ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনঃ মক্কা, সৌদিআরব, ৩১ মে, ২০১৯
পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থাঃ ১৭টি
OIC পরিচালিত ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম আই ইউ টি, গাজীপুর, বাংলাদেশ
অফিসিয়াল ভাষাঃ ৩ টি(আরবি, ফরাসী, ইংরেজ)
অমুসলিম সদস্যদেশঃ সুরিনাম, উগান্ডা, মোজাম্বিক, গায়ানা, ক্যামেরুন ও বেনিন
১৯৬৯ সালে মরোক্কোর রাবাতে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে সিরিয়ার(১৫ আগস্ট ২০১২- বর্তমান)

#OIC কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো?
১৯৬৭ সালে আল আকসা মাসজিদে অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা কে কেন্দ্র করে OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM or Non Aligned Movement)

১৯৫৫ সালের ১৮-২৪ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে প্রথম আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনে NAM গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। NAM প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে (বান্দুং সম্মেলনের ফলে)।
NAM এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গ- জোসেফ মার্শাল টিটো (যুগোস্লাভিয়া), জামাল আবদেল নাসের (মিসর), জওহরলাল নেহেরু (ভারত), ড. আহমেদ সুকর্নো (ইন্দোনেশিয়া) এবং নক্রুমা (ঘানা)।

- NAM এর কার্যত কোন সদর দপ্তর নেই।
- NAM এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ২৫টি।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১২০।
- NAM এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে;
- সম্মেলন বসে- ৩ বছর পর পর।
- NAM গঠনের উদ্দেশ্যঃ স্নায়ু যুদ্ধকালীন দুই পরাশক্তি শিবিরের কোনোটিতে অংশ না নিয়ে উভয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
- সর্বশেষ সদস্যঃ আজারবাইজান ও ফিজি
- বর্তমান চেয়ারম্যান আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম এলিয়েভ
- NAM এর বার্তা সংস্থা NAM News Network(NNN)
- সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – আজারবাইজানের বাকু শহরে।

কমনওয়েলথ (Commonwealth)

কমনওয়েলথ অব নেশন্স বা কমনওয়েলথ এর সদস্য রাষ্ট্র সমূহ (ইংরেজি: Commonwealth of Nations) অতীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন জাতিসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। কমনওয়েলথ এর বর্তমান প্রধান রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

সচিবালয়

কমনওয়েলথের প্রধান আন্তঃসরকার সম্বন্ধীয় সংস্থা হিসেবে কমনওয়েলথ সচিবালয় ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি পর্যবেক্ষক হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

এর প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাসচিব। চার বছর মেয়াদে তিনি সর্বাধিক দুইবার কমনওয়েলভূক্ত সরকার প্রধানদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তাকে সহযোগিতা করে দুইজন উপ-মহাসচিব। বর্তমান মহাসচিব হিসেবে রয়েছেন প্যাটিসিয়া স্কটল্যান্ড। প্যাটিসিয়া স্কটল্যান্ড কমনওয়েলথ এর প্রথম নারী মহাসচিব। তিনি ডোমিনিকা ও যুক্তরাজ্যের নাগরিক। প্রথম মহাসচিব ছিলেন কানাডার আর্নল্ড স্মিথ। এরপর গায়ানার স্যার শ্রীদাথ রামফাল, নাইজেরিয়ার এমেকা আনিয়াকু।

সদস্য

বর্তমান সদস্যঃ বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার ৩টি দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সহ সর্বমোট ৫৪।

সর্বশেষ সদস্যঃ রুয়ান্ডা (২৮ নভেম্বর, ২০০৯)

সদস্যপদ ত্যাগকারী দেশঃ আয়ারল্যান্ড (১৮ এপ্রিল, ১৯৪৯), জিম্বাবুয়ে (৭ ডিসেম্বর, ২০০৩), গাম্বিয়া (৩ অক্টোবর, ২০১৩), মালদ্বীপ (১৩ অক্টোবর, ২০১৬)

ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও সদস্য হয়নি এমন দেশঃ বাহরাইন, ইরাক, মিশর, জর্ডান, কাতার, কুয়েত, সুদান, মিয়ানমার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে না থেকেও সদস্যপদ লাভ করেছেঃ মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা

সদস্যভুক্ত দেশসমূহের ডিপ্লোম্যাটিক কর্মকর্তাদের কে হাইকমিশনার বলা হয়

বাংলাদেশ ৩২ তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২

বাংলাদেশের কমনওয়েলথ এ যোগদান করলে পাকিস্তান সদস্যপদ ত্যাগ করে। পরে ১৯৮৯ সালে পুনরায় যোগদান করে।

কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয় মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার।

আয়তনে কমনওয়েলথ এর বৃহত্তম দেশঃ কানাডা, ক্ষুদ্রতম দেশঃ নাউরু

মার্লবোরো হাউস (ছবিঃ উইকিপিডিয়া)